কোটচাঁদপুর পৌরসভায় ১নম্বর ওয়ার্ডে লড়াই হবে দ্বিমুখী

৩০ জানুয়ারীর নির্বাচনে কোটচাঁদপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন ৩ জন প্রার্থী। তবে মূল লড়াই হবে ২ জন প্রার্থীর মাঝে এমনটাই জানালেন সাধারণ ভোটাররা। এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জয়ের আশাবাদ প্রকাশ করলেন ৩ প্রার্থীই।

এ নির্বাচনে আরো কয়েকটি ওয়ার্ডের ন্যায় জমে উঠেছে ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভোট যুদ্ধ। দুদসরা-ভবানিপুর নিয়ে এ ওয়ার্ড। এ ওয়ার্ডের রয়েছে ১০ টি পাড়া। পাড়াগুলো ঘোষপাড়া, কারিগর পাড়া, জোল পাড়া, দেশ পাড়া, ঘাট পাড়া, হঠাৎ পাড়া, গাজী পাড়া, মসজিদ পাড়া, দাস পাড়া, হালদার পাড়া। নির্বাচনে ভোট যুদ্ধে মাঠে লড়ছেন ৩ জন প্রার্থী।

যার মধ্যে রয়েছেন বর্তমান প্যানেল মেয়র ও বহুবার নির্বাচিত আনোয়ারুল ইসলাম (সেন্টু), গেল নির্বাচনের মাহবুব খান হানিফ ও নতুন মুখ দেবদাস ভট্রাচার্য। এ ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ২৭৪৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩৭১ জন, মহিলা ভোটার সংখ্যা ১৩৭২ জন।

ভোট নিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম (সেন্টু) বলেন, ভোট অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হলে ৫ম বারের মত পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হব। বহুবার নির্বাচিত হবার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, জনগণ আমাকে ভালোবাসেন। তাই আমি বার বার নির্বাচিত হই।

সুষ্ঠু ভোট হলে জয়ী হবার কথা জানালেন এবার নির্বাচনের নতুন মুখ দেব দাস ভট্রাচার্য।

মাহবুব খান বলেন, বর্তমান কাউন্সিলর ৪ বার নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি এ ওয়ার্ডের কোন উন্নতি করেননি। অনুন্নত হয়ে পড়ে আছে রাস্তা-ঘাট, পানির লাইন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। এ কারণে এ নির্বাচনে ওয়ার্ডবাসী আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করবেন। তারা এবার পরিবর্তন দেখতে চাই। কথা হয় দেশ পাড়ার বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে, তিনি বলেন ভালো ভোট হলে সেন্টু ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দী থাকবে না। এমনকি অন্য প্রার্থীদের জামানত বাঁচবে না। রশিদুল ইসলাম বলেন প্রতিযোগিতা হবে মাহবুব খান হানিফ ও সেন্টু ভাই এই দুই জনের মধ্যে।

মসজিদ পাড়ার মোস্তফা ও রবিউল ইসলাম জানান, এবার নির্বাচনে এলাকাবাসী পরিবর্তন চাচ্ছে। তিনি চারবার পাশ করেছেন। তবে তেমন কোন উন্নয়ন নাই। ড্রেন নাই, পানির লাইন নাই। বিদ্যুতের খুঁটি আছে বিদ্যুৎ নাই। তারা আরো বলেন ভোট আসলে কিছু শাড়ি-কাপড় দিয়ে ভোট করে নেন। এরপর আর কোন খোজ থাকে না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা শেষে সমিতির সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফিরোজ আহমেদের সঞ্চালনায় ও সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল ইসলাম, জেলা অর্থ সম্পাদক মোঃ মামুনুর রহমান।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম মিন্টু বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট অত্র সমিতির সম্পত্তির দলিল হস্তান্তর করেন।

সমিতির সম্পত্তিতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট যে অফিস আছে তা ভাড়াটের নিকট থেকে অবমুক্ত করে সেটির যথাযথ ব্যবহারসহ সমিতির সভা-সমাবেশ ও যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে সাধারণ শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সদর উপজেলা শাখা কমিটির সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা নির্বাহী সদস্য মোঃ মাহবুব আলম,

সাবেক উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, ফৌজিয়া আফরৈাজ তুলি, সিনিয়র যুগ্ম- সম্পাদক মোঃ মাসুদ আলম, যুগ্ম-সম্পাদক হাসান খসরু, আতিয়া খন্দকার ইতি, সহ-সম্পাদক মোঃ মাহবুবুর রহমান, মোছাঃ নাজমা পারভীন, মহিলা সম্পাদক মোছাঃ নুরুন্নাহার,

সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আসাদুল হক, অর্থ সম্পাদক মোঃ সাইদুল আলম, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আরিফুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহিদুল ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান, সাহিত্য সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, সংস্কৃতি ও বিনোদন সম্পাদক মোঃ শমসের আলী, যোগাযোগ সম্পাদক মোঃ হাবিবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জেসমিন আরা, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সেলিম হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুব আরা,

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্পাদক মোঃ এহসানুল হক, সমবায় সম্পাদক মোঃ রাশিদুল হাসান, কাব স্কাউট সম্পাদক মোঃ সোহেল আহম্মেদ, কল্যাণ ট্রাস্ট সম্পাদক মোঃ শরিফুল ইসলাম, সদস্য মোছাঃ মাজেদা খাতুন, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, দিলারা আফরোজ, শামীমা ইয়াসমীন, মোঃ মফিজুর রহমান, মোঃ ফেরদৌস আলম ও লালন কুমার।

ঝিনাইদহে অপহরণকারী গ্রুপের প্রধানসহ ৫ সদস্য গ্রেফতার

ঝিনাইদহ র্যাবের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে শহরের আরাপপুর এবং মুজিবচত্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মুক্তিপণ দাবিকারী সন্ত্রাসী গ্রুপের প্রধান লিখনসহ ৫ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, বসির বিশ্বাসের ছেলে লিখন বিশ্বাস (২৬), শাহাদত লস্করের ছেলে মিরাজ লস্কর (২০), জিন্নাহ বিশ্বাসের ছেলে তুহীন বিশ্বাস (২৩) ও কামরুল হোসেনের ছেলে রিপন হোসেন।

এদের সবার বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গিলাবাড়িয়া গ্রামে। এর আগে রাকিবুল ইসলাম (২৫) নামে আরো একজনকে গ্রেফতার করে র্যাব।

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে একজনের জেল

গাঁজা রাখার অপরাধে রুহুল আমিন নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন।

রুহুল আমিন মেহেরপুর সদর উপজেলার কালি গাংনী গ্রামের আফাজউদ্দিনের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ৮ জুন তৎকালীন মেহেরপুরের গাংনী র্যাব ক্যাম্পের ডিএডি শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাংনী এলাকা থেকে রুহুল আমিন কে গ্রেপ্তার করেন, ঐ সময়ে রুহুল আমিনের ব্যবহারকারী নসিমন থেকে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ঐ ঘটনায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ধারার টেবিল ১(খ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয় যার সেশন কেস নং ৩৩৬/১৬ জি আর কেস নং ২০০/১৬। মামলায় মোট ৭ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে রুহুল আমিন দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট কাজী শহিদ এবং আসামিপক্ষে এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’র যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটিকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ’ প্রচারণার অংশ হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে রোড পেইন্টিং ও বোর্ড স্থাপন করা হয়।

মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম এর নেতৃত্বে রোড পেইন্টিং কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি ঘোষণা করেন এই প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন তামাকজাত দ্রব্যর দোকান থাকবেনা, এই ঘোষণা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উক্ত কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের সিনিয়ির সহকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হক, নাসির উদ্দীন, আবু হানিফা, স্থানীয় বাটা প্রতিনিধি আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক এমএ হাসান সুমন, এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদ উদ দৌলা রেজাসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী- কাথুলী সড়কে পুলিশের টহলদল যাওয়ার পরেই ডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা গাংনী-কাথুলী সড়কে ধলারমাঠ এলাকায় গত রাত ১২টায় তিনজন পথচারি ডাকাতির শিকার হন। নগদ টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বেদম মারধর করে ডাকাতদল।

আহত হয়েছেন সদর উপজেলার কুলবাড়ীয়া গ্রামের মিল্টন হোসেন, মোহব্বত আলী, আরিফ হোসেন।

আহতরা বলেন, রাতে গাংনী থেকে একটি ওয়াজ শুনে বাড়ি ফেরার পথে ধলার মাঠে ৭/৮ জনের মত একটি ডাকাত দল গাড়ি থামিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে। পরে পকেটি থেকে মোবাইল ও নগদ টাকা নিয়ে সটকে পড়ে।

ডাকাতির শিকার হওয়া মিল্টন হোসেনের শ্বশুর খাইরুল সকালে মুঠোফোনে বলেন, গতরাতে ডাকাত দল প্রথমেই তাঁর জামাই মিল্টনকে মারধর করে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে । ওই সড়কে এর আগেও অনেকবার ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গরু ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ ছয় লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ভুমিকার আরো জোরালো থাকলে এসকল ডাকাতদল সক্রিয় হতে পারতো না বলে অভিমত স্থানীয়দের।

জানতে চাইলে ধলা পুলিশ ফাড়ির উপ পরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম বলেন, ওই সড়কটিতে প্রতিরাতে পুলিশের একটি টহলদল থাকে। গতরাতে ১২টায় টহলদলটি একটি ওয়ারেন্ট আসামি আটক করার জন্য চলে আসে। এর পরেই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, গাংনী উপজেলার ধলার মাঠে এক সময় রাতের বেলায় প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। পুলিশের ব্যপক তৎপরতার কারণে ডাকাতির ঘটান উপজেলাতে একেবারে কমে গিয়েছিলো। অপরাধিদের আটক করার জন্য একাধিক পুলিশের দল মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে।

গাংনীর ৬ ইট ভাটায় সন্ত্রাসীদের হামলা

গাংনীর বিভিন্ন ইট ভাটায় হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ সময় চাঁদা টাকা দাবি করলে না দেওয়ায় শ্রমিকদের মারধর করে । সেই সাথে চাঁদার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটাগুলো বন্ধ রাখার হুমকি দেয় তারা।

খোঁজ নিয়ে জানাযায়, গাংনীর ছয়টি ইট ভাটায় শ্রমিকদের মারধর করেছে সন্ত্রাসীরা, সেই সাথে চাঁদার দাবি করে।

সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা ইটভাটায় হানা দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। তাদের দেওয়া শর্তমতে চাঁদা না দিলে ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় সন্ত্রাসী বাহিনী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাটা মালিকরা জানিয়েছেন, গভীর রাতে যখন শ্রমিকরা ইট পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন সে সময় ১০/১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রথমে থানা রোডে পান্না ব্রিকসে হানা দেয়। এসময় ইট পোড়ানোর শ্রমিকদের মারধর করে। পর্যায় ক্রমে পার্শ্ববর্তী দোয়েল ব্রিকস, পায়রা ব্রিকস, টুইস্টার ব্রিকস, আস্থা ব্রিকস ও এএসবি ব্রিকসে হানা দিয়ে তাণ্ডব চালায়।

এএসবি ব্রিকস স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন বলেন, সন্ত্রাসীরা হানা দিয়ে শ্রমিকদের মারধর করে ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসময় ইটভাটার পরিবহনের যানবাহনে ভাঙচুর চালায় তারা।

ইট ভাটা মালিকরা জানান, সন্ত্রাসীরা শ্রমিকদের বেধড়ক মারপিট করে। সামান্য আহত কয়েক জন শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীরা পাঁচটি ইটভাটা তেই কাগজে লিখে একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। চাঁদা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটা বন্ধ রাখতে হুমকি দিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা।

বিষয়টি নিয়ে ইটভাটাগুলোতে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে আজ সকাল থেকেই ইটভাটার কার্যক্রম চালু থাকলেও রাতে শ্রমিকরা আর কাজ করতে চাইছে না।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর জিডি দায়ের করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার পরই বাংলাদেশ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ৩০। এর ফলে পাকিস্তান, ইংল্যান্ডের মতো দলকে ছাড়িয়ে ওয়ানডের সুপার লিগের পয়েন্ট তালিকায় বাংলাদেশ ২ নম্বরে উঠে গেছে।

৪০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের পয়েন্ট বাংলাদেশের সমান ৩০। তবে নেট রানরেটে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশ তালিকায় ২ নম্বরে আছে আর ইংল্যান্ড ৩ নম্বরে। পাকিস্তান ২০ পয়েন্ট নিয়ে ৪ নম্বরে।

এই সুপার লিগই ঠিক করে দেবে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে কারা সরাসরি খেলবে, আর কারা খেলবে না। করোনার কারণে শুরুটা বিলম্বিত হলেও গত ৩০ জুলাই ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে ওয়ানডে সুপার লিগ। সুপার লিগের অংশ বলেই এখন আর কোনো ম্যাচই অন্য ম্যাচের চেয়ে ছোট নয়।

বাংলাওয়াশ উইন্ডিজ

ঢাকা পর্বেই সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। আজ চট্টগ্রামে শেষ ওয়ানডেতে ১২০ রানে হেরে ধবলধোলাই হলো সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এ নিয়ে উইন্ডিজদের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো সিরিজ জিতল বাংলাদেশ।

আজ চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের দেওয়া ২৯৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪৪.২ ওভারে ১৭৭ রানে গুটিয়ে যায় উইন্ডিজ।

এর আগে টসে হেরে চার পাণ্ডব তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ঝড়ো ফিফটিতে ৬ উইকেটে ২৯৭ রান করে বাংলাদেশ।

ঢাকার মিরপুরে সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচেও দাপুটে জয় পায় টাইগাররা।

১৫ আগস্ট স্বাধীন হলেও কেন ২৬ জানুয়ারিই প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করে ভারত?

সেই ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে প্রত্যেক বছর ২৬ জানুয়ারি ভারতে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। কিন্তু কেন? কী জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটি?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয় ভারতবর্ষ। তবে সেই দিনটি ভারতীয়রা বেছে নেননি। বরং লর্ড মাউন্টব্যাটন নিজেদের ইচ্ছেমতো ১৫ আগস্ট দিনটি বেছে নেয় ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দিনই জাপান মিত্রশক্তির কাছে হার মানে। সেজন্যই ১৫ আগস্ট দিনটি বেছে নেয় ব্রিটিশ সরকার।

তবে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও ভারতের নিজস্ব কোনও সংবিধান ছিল না। সেই সংবিধানই রচিত হয় এবং ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর তা গৃহীত হয়। সেই সময় সংবিধান রচয়িতারা ঠিক করেন যে, ভারতের প্রজাতন্ত্র হয়ে ওঠা কোনও বিশেষ একটি দিনে উদযাপন করা উচিত। সেই কারণেই বেছে নেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়।

কিন্তু কেন ২৬ জানুয়ারিকেই বেছে নেওয়া হল? কেন অন্য কোনও দিন নয়?

ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যের বিচারে বেছে নেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারিকেই। এই কারণেই ২৬ জানুয়ারি পরিচিত হতে শুরু করল ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে। কেন ২৬ জানুয়ারিই বেছে নেওয়া হল প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে? ১৯২৯ সালের বর্ষশেষে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ‘পূর্ণ স্বরাজ’ আনার শপথ ঘোষণার পর ১৯৩০ সাল থেকে ২৬ জানুয়ারিকেই স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের শিকল ভেঙে ভারত যেদিন বাস্তবেই স্বাধীনতার মুখ দেখল- সেইদিন ঘটনাচক্রে ছিল ১৫ আগস্ট। যার ফলে পাল্টে গিয়েছিল ২৬ জানুয়ারির গুরুত্বও।

দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পায়। ব্রিটিশ ভারত ভেঙে গিয়ে কমনওয়েলথ অব নেশমস-এর অন্তর্গত অধিরাজ্য হিসেবে দু’টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালের ২৮ আগস্ট ভারতের একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বি আর অম্বেদকর।

১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদে জমা দেয়। চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিনব্যাপী গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য ১৬৬ বার অধিবেশন ডাকে। এই সমস্ত অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশের অধিকার ছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। তারপর ঠিক করা হয় ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের সেই দিনটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকর হবে এবং সেদিন থেকে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ হিসেবে পরিচিত হবে।

বহু বিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে গণপরিষদের ৩০৮ জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের হাতে-লেখা দু’টি নথিতে (একটি ইংরেজি ও অপরটি হিন্দি) স্বাক্ষর করেন। এর দু’দিন পর ভারতে এই সংবিধান কার্যকর হয়। সূত্র: এবিপি আনন্দ